দৈনিক বাংলা

তারিখ 11 JUL 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

013

দৈনিক বাংলা

তাদের জীবন থেকে তিনটি বছর হারিয়ে গেছে

গত ১২ই আষাঢ় ১৩৯৪ তারিখে দৈনিক বাংলায় 'তাদের জীবন থেকে তিনটি বছর হারিয়ে গেছে' শিরোনামে যে প্রতিবেদনটি ছাপা হয়েছে তা লক্ষ লক্ষ পাঠকের মতো আমারও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এতে বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গিয়ে ৮টি ছেলেমেয়ের জীবন থেকে ৩টি বছর হারিয়ে গেছে। শুধু ৮টি ছেলেমেয়ে নয়, এরকম হাজার হাজার ছেলেমেয়েদের জীবন থেকে ৩টি বছর হারিয়ে গেছে, যাচ্ছে এবং হয়তো আরো যাবে। কিন্তু কেন? কার কারণে জাতির এই মারাত্মক ক্ষতিটি হচ্ছে? এর জবাব কে দেবে—দেশের সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ছাত্র-ছাত্রীরা, না দেশের জনগণ?

বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়াচ্ছেন এবং এর পরিচালনায় আছেন তারা আমাদের সমাজের সবচেয়ে বেশী শিক্ষিত মানুষ। তাদের অনেকে বিদেশ থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সঙ্গত কারণে আমরা আশা করেছিলাম, এই নবীন রাষ্ট্রকে প্রগতির পথে এগিয়ে নেয়ার ব্যাপারে তাদেরই সবচেয়ে বেশী অবদান থাকবে। এই সমাজের জন্য তারা কি অবদান রাখছেন তার সব আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমরা দেখছি যে, তাদের দ্বারা পরিচালিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পড়তে গিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জীবন থেকে ৩টি মূল্যবান বছর হারিয়ে যাচ্ছে। সমগ্র জাতি তিন বছর পিছিয়ে যাচ্ছে। অথচ তার পাশাপাশি আমাদের প্রাইমারী, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যাপীঠগুলি সময়ের সাথে তাল রেখে যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে। এই বিদ্যাপীঠগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম শিক্ষিত লোক দ্বারা পরিচালিত। প্রাইমারী, জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানোর জন্য এই বিদ্যাপীঠগুলিতে শিক্ষকেরা যেভাবে তাদের ছাত্রছাত্রীদের তৈরি করছেন তা সত্যই প্রশংসনীয়।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে প্রাইমারী, মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পরিচালকেরা তাদের প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনায় যে যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখতে পারছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত পরিচালকমণ্ডলী কেন তা রাখতে পারছেন না? এটা কি তাদের পরিচালনার ত্রুটি, ছাত্রছাত্রীর উচ্ছৃংখলতা, নাকি সরকারের ব্যর্থতার কারণে?

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সেশন-জটের ফলে সরকার এবং অভিভাবকের যে আর্থিক ক্ষতি ও যে পরিমাণ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে তার একটি আনুমানিক পরিসংখ্যান নিম্নে দেয়া হলো:

১। অভিভাবক ও রাষ্ট্রের আর্থিক ক্ষতি:

বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম।	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	প্রতি ছাত্রছাত্রীর জন্য অভিভাবকের খরচ (প্রতিমাসে)	প্রতি ছাত্রছাত্রীর জন্য রাষ্ট্রের খরচ (প্রতিমাসে)	প্রতি ছাত্রছাত্রীর জন্য মোট খরচ (প্রতিমাসে)	সর্বমোট খরচ (প্রতিমাসে)।
১। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	২৫,০০০	৳ ১২০০	৳ ১০০০	৳ ২২০০	৳ ৫,৫০,০০,০০০/-
২। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়	১০,০০০	৳ ১২০০	৳ ১০০০	৳ ২২০০	৳ ৩,০০,০০,০০০/-
৩। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়	১০,০০০	৳ ১২০০	৳ ১০০০	৳ ২২০০	৳ ৩,০০,০০,০০০/-
৪। ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয় (১টি)	১,০০০	৳ ১৫০০	৳ ১২০০	৳ ২৭০০	৳ ২৭,০০,০০০/-
৫। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (৪টি)	২,০০০	৳ ১৫০০	৳ ১২০০	৳ ২৭০০	৳ ৫৪,০০,০০০/-
	৫০,০০০				৳ ১১,৮১,০০,০০০/-

সেশন জটের জন্য সরকার এবং অভিভাবকদের প্রতি মাসে ১১.৮১ কোটি টাকা, প্রতি বৎসরে ১৪১.৭২ কোটি টাকা এবং তিন বৎসরে মোট ৪২৫.১৬ কোটি টাকা ক্ষতি হচ্ছে। এর মধ্যে সরকারের ১৯২.৯৬ কোটি টাকা এবং অভিভাবকের ক্ষতি হচ্ছে ২৩২.২০ কোটি টাকা।

২। রাষ্ট্রের সময়ের অপচয়:

ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা	কর্মঘণ্টা
৫৩,০০০ জন	ঘণ্টা

কর্মদিন	মোট ঘণ্টা
৩০০ দিন	১২,৭২,০০,০০০ কর্মঘণ্টা

প্রতি বৎসর এই ১২,৭২,০০,০০০ কর্মঘণ্টা রাষ্ট্রীয় কাজে বা দেশের গঠনমূলক কাজে ব্যবহৃত হলে দেশ অনেক এগিয়ে যেতো। এই অপচয় থেকে রক্ষা পেতে হলে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার তা অভিজ্ঞমহলের বিবেচ্য। তবু মনে করি নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করতে পারলে হয়ত বা কিছুটা কাজ হতে পারে। এই পদক্ষেপগুলি হচ্ছে:

১। সেশন জট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত সাপ্তাহিক ছুটি এবং ঈদের ছুটি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছুটি বাতিল করতে হবে অথবা অন্ততঃ ৫ বৎসর পর্যন্ত সরকারী অফিসের ছুটির নিয়ম বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু রাখতে হবে।

২। সামান্য গোলযোগের জন্য অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করা যাবে না। গোলযোগ নিরসনের জন্য তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখতে হবে।

৩। পরীক্ষার তারিখ কোন অবস্থায়ই পিছানো যাবে না। যারা পড়া সমাপ্ত করতে পারেনি তারা প্রয়োজন হলে পরের বৎসর পরীক্ষা দিবেন।

৪। শিক্ষকের অভাব থাকলে সরকারী উচ্চ শিক্ষিত কর্মকর্তাদের (এককালে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন) সাময়িক শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা যেতে পারে। অথবা শেষ বর্ষের মেধাবী ছাত্রছাত্রী দিয়েও প্রথম বর্ষের ক্লাস করানো যেতে পারে।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে আরও গতিশীল করার জন্য অতিরিক্ত লোক নিয়োগ করতে হবে।

৬। দেশের রাজনীতিবিদেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে না এবং ছাত্রেরাও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারবে না।

৭। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪টি ব্যাচের পরিবর্তে একই বিষয়ের উপর ৭টি ব্যাচ অধ্যয়ন করছে। প্রয়োজন বোধে শেষ ২টি বর্ষকে সংক্ষিপ্ত করতে হবে যাতে ৭টি ব্যাচ থাকবে এবং কালক্রমে ৪টি ব্যাচে এসে উপনীত হবে।

৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল প্রচলিত আইনের প্রতি ছাত্রছাত্রীদের শ্রদ্ধাবোধ থাকতে হবে এবং আইন তাদের মেনে চলতে হবে।

৯। বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্ত্রমুক্ত করতে হবে এবং খারাপ প্রকৃতির ছাত্রদের সংশোধনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১০। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে যাতে তারা জীবিকা নির্বাহের জন্য অন্য পেশায় জড়িত না হয়ে সর্বক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয় এবং ছাত্রের কল্যাণে নিয়োজিত থাকতে পারেন।

১১। সেশন জট নিরসন না হওয়া পর্যন্ত সরকারী চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩০ বৎসরে উন্নীত করতে হবে। পরিশেষে, শিক্ষাঙ্গনের সমস্যা শুধু ছাত্রছাত্রী বা অভিভাবকের সমস্যা নয়, এই সমস্যা সমগ্র জাতির। এর আশু সমাধান করতে না পারলে জাতির জন্য এর পরিণাম হবে মারাত্মক। আমি আশা করবো যথাযথ কর্তৃপক্ষ আমার এ প্রস্তাবগুলো বিবেচনা করে সমস্যাটির আশু সমাধানের জন্য এগিয়ে আসবেন।

হাফিজুর রহমান
১৫৭৯ সিমন মঞ্জিল,
মৌলবী পাড়া, আগ্রাবাদ,
চট্টগ্রাম।